সংবাদ

তারিখ 20/7/83
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

017

বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে নয়া শিক্ষাক্রম

॥ এ, এম, এম হাসান ॥

বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং বিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞান সরঞ্জাম না থাকায় সরকার নবম ও দশম শ্রেণীর এক ধারা শিক্ষাক্রমকে পরিবর্তন করে দ্বিধারা শিক্ষাক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু এই নতুন শিক্ষাক্রমের একটি ধারায় (কলা বিভাগে) বিজ্ঞানের অনুপস্থিতি 'বিজ্ঞানসম্মত' হয়নি বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা।

সাবেক সরকারের আমলে গঠিত

(শেষ পৃ: ৪-এর ক: দ্র:)

বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে নয়া শিক্ষাক্রম

(১ম পাতার পর)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি বিজ্ঞান বিষয়কে আবশ্যিক করে একধারা শিক্ষাক্রম চালু করার সুপারিশ করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিষয়কে সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য করা হয় নি। অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত বিজ্ঞান গ্রুপের জন্য যে কোর্স চালু রয়েছে প্রকারান্তরে তাই সকল ছাত্র-ছাত্রীর উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। এ অবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষকের স্বল্পতা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাবে এবং দেশের গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে হাতে-কলমে বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের সাজ-সরঞ্জাম না থাকাতে ছাত্র এবং অভিভাবকরা বিজ্ঞান সম্বলিত একধারা শিক্ষাক্রমের বিরোধিতা করেন।

সরকার বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে একধারার পরিবর্তে দ্বিধারা শিক্ষাক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত নেন। এ সম্পর্কে গত ৭ই জুলাই প্রকাশিত সরকারী তথ্য বিবরণীর খবরে অবশ্য বলা হয় যে, সব বিদ্যালয়ে সম পরিমাণ সুযোগ সৃষ্টির প্রয়াস এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও এ সম্পর্কে যাবতীয় পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ধারা চালু রেখে সরকার বিকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

তাড়াহুড়ার জন্যই

বিশেষজ্ঞ মহলের মতে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের বিরোধিতার ফলে তাড়াহুড়া করে একধারা শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করে দ্বি-ধারা শিক্ষাক্রম চালু করা উচিত হয়নি। তাদের মতে, আরও একটু চিন্তা-ভাবনা করে এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার ছিল। কারণ, তাড়াহুড়া করতে গিয়ে কলা বিভাগ থেকে বিজ্ঞান বিষয়কে সম্পূর্ণ ভাবে বাদ দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে আবশ্যিক বিষয় হচ্ছে বাংলা (২০০ নম্বর), ইংরেজী (২০০ নম্বর), অংক (১০০ নম্বর) এবং ভূগোল (১০০ নম্বর) অর্থাৎ আবশ্যিক বিষয়ের মোট নম্বর হচ্ছে ৬০০। নৈর্বাচনিক বিষয়ের জন্য রয়েছে মোট ৪০০ নম্বর। এই বিষয়গুলো দু'টো গুচ্ছে বিভক্ত। প্রথম গুচ্ছে ২০০ নম্বরের জন্য রয়েছে সাধারণ বিজ্ঞান (সমন্বিত) অথবা কলা ইতিহাস, অর্থনীতি ও পৌরনীতি)। দ্বিতীয় গুচ্ছে মোট ৯টি বিষয় রয়েছে। এগুলো থেকে ২০০ নম্বরের জন্য দু'টি বিষয় নিতে হবে, কিন্তু এই বিষয়গুলোর মধ্যে বিজ্ঞান নেই। অর্থাৎ যারা প্রথম গুচ্ছ থেকে কলা নেবে তাদের বিজ্ঞান শেখার কোন সুযোগ থাকছে না।

এ ছাড়া আবশ্যিক বিষয়সমূহ নিয়েও বিশেষজ্ঞ মহলের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আবশ্যিক ৬০০ নম্বরের মধ্যে ২০০ নম্বর করে বাংলা ও ইংরেজী এবং ১০০ নম্বর করে অংক ও ভূগোল বিষয় রাখা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ইতিহাস স্থান পায়নি। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে ভূগোল প্রয়োজনীয়। কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজনীয় হচ্ছে ইতিহাস। এ সম্পর্কে একজন প্রবীণ ভূগোল শিক্ষক মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, ভূগোল শিক্ষা দিতে গিয়ে ছাত্রদের ইতিহাস শিক্ষা দেয়া থেকে বঞ্চিত করা সঠিক হবে না বরং ১০০ নম্বরের মধ্যেই একই সাথে ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন।